VBC
Valley Bengali Community

IMAGINATION AND WORDS

কল্পকথা

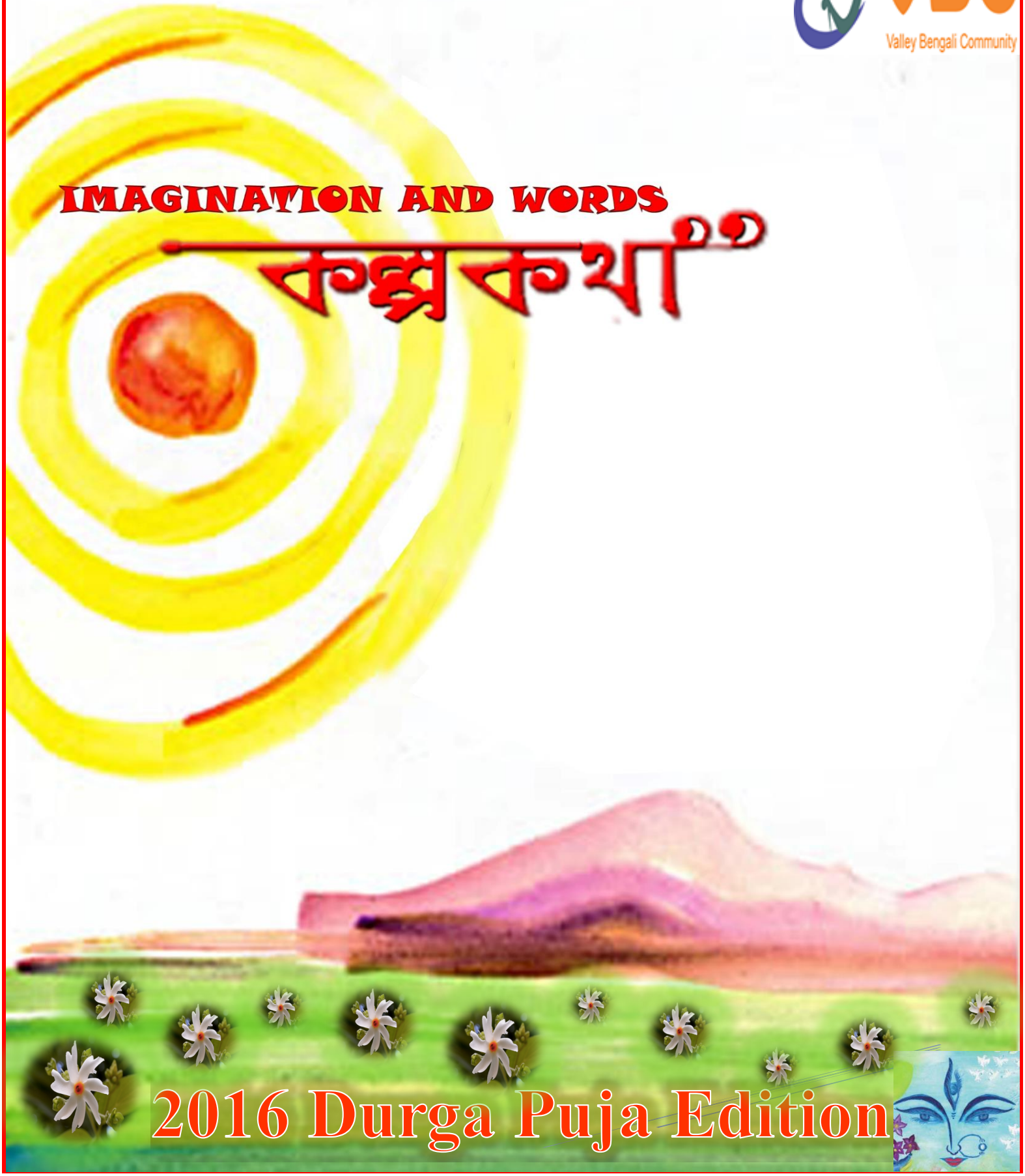

2016 Durga Puja Edition

কল্পকথা

This will be the 1st time, we all gather together under the banner of Valley Bengali Community (VBC), a non-profit, socio-cultural organization, with a spirit of unity. We come together as a community to celebrate one of the biggest Indian events of the year –the Durga Puja-where the mother goddess of Hinduism –triumph the good over evil. Here at VBC, we hold a vision to bring back those long forgotten times experienced back home and to provide fond memories to our younger generations growing up in greater Los Angeles area. During this 2-day event, we go beyond the religious component and provide a strong cultural platform for the entire Indian community. This is the time of the year, we welcome everyone from our community to experience this grand cultural extravaganza, sumptuous food, and rich Indian heritage which will allow us to expand beyond our small world to embrace the diversity of the Conejo Valley and the San Fernando Valley.

Valley Bengali Community

Table of Contents

Adult Section		Page #
Artwork	Deboshree	5
কবিতা	মধ্যরাতের কথামালা অমিত চক্রবর্তী	6
কবিতা	Probasi Mon – Ranjan]	10
Poetry	Drops of freedom - Upasana Bhattasali	12
কবিতা	Muktir Proteekha – Ranjan	13
কবিতা	Sugandha – Arunashish Som	15
Artwork	Ranjan	16
কবিতা	Arunashish Som	17
Artwork	Deboshree	19
কবিতা	Arunashish Som	20
Artwork	Ranjan	22
কবিতা	Chhandak Basu	23
কবিতা	Arunashis Som	24
কবিতা	Arunashis Som	26

Kids Section		Page #
Artwork	Ankita Sarkar	29
Artwork	Disha Ghosh	30
Book Review	Surela Basu	31
Artwork	Ankita Sarkar	34
Artwork	Aneesha Ghosh	35
My Summer Vacation 2016	Trinetra Dey	36
Artwork	Avik Samanta	37
Artwork	Ankita Sarkar	38
Artwork	Deeptanava Roy	39
Artwork	Trinetra Dey	40

সকলকে জানাই শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা

Valley Bengali Community

Artwork by Deboshree

মধ্যরাতের কথামালা

অমিত চক্রবর্তী

১.

চল্লিশটা চুমুর চেয়ে একটা প্রণাম
অনেক অনেক বেশী দামি
যারা তা বোঝে না তারা
আমার চেয়েও বাজে স্বামী

২.

মদ খেতে ভালোবাসি ,
তুমি বলতে মদ আমাকে খায় ।
আমি তো হারিয়ে গেছি
তোমার আগ্রাসী গুহায় !

৩.

জীবন আমাকে বলল, লাথি মারব
আমি বললাম - মার ...
দেখি তুই নাকি আমি
কে আসলে হই ছারখার

৪.

ভালবাসা কাকে বলে
তুমি জানো রাতজাগা মেয়ে?
আমি শুধু জানলাম
মায়ের চোখের দিকে চেয়ে

৫.

তোমাদের অভিযোগ
তোমাদের ঠোঁটে কত কথা !
আমি তো কেবল শুনি
বাবার বুকের তীব্র ব্যথা ।

৬.

শরীরে বেঁচেছ তুমি
শরীরেই মরে গেছ আজ
তাই বুঝি অভিনয়
তাই বুঝি আজ এত কাজ !

৭.

কাজ কাজ কারুকাজ
বলছ বটে গূঢ় অভিমানে
আসলে যে গালি দিচ্ছ
এই বান্দা বিলক্ষণ জানে

৮.

জাগরণে যায় বিভাবরী?
কি করে যে তোকে বলব
কী ভাবে মরি !

৯.

আমিই রাবণ রাম
আমিই মন্দোদরী সীতা
আমার মৃত্যু প্রতি পল
জীবনের নবপরিণীতা

১০.

কামাক্ষার পুজো করো
আমাকে দেখাও বন্‌ধু রং!
তুমিও বুঝেছ তবে
আমি এক চার অক্ষর সং।

১১.

আমিও তো প্রতিদিন
রাশি রাশি প্রণামী চেয়েছি
কিন্তু কী আশ্চর্য
বদলে তো হাসিই পেয়েছি

১২.

আমাকে পাগল ভাবছ ?
শব্দ খেলোয়াড় ভাবছ নাকি?
বোধের ময়দানে এসো ,
ছুটিয়ে দেব তোমার মাজাকি।

১৩.

কতটা প্রেম থাকলে তুমি হয়
তোমরা জানো না
কতটা ঘৃণার স্পর্শে আমি হয়
তোমরা বোঝো না

১৪.

যে তুমি শানিয়ে রাখছ
আমার আড়ালে বক্র চোখ
একদিন আসবেই
তোমাকে অগ্রাহ্য করবে লোক

১৫.

যা লিখি তা অহংকার
কখনও কি কবিতা হয় না !
আমি তো ছাড়া পাওয়া
তোমাদের পোষ্য ময়না

১৬.

কল্পকথা

অনেক লিখেছি আমি
কিচ্ছুটি লেখা হয়নি তাই
দুপুর গড়িয়ে গেছে
এবার একটু নিদ্রা যাই

প্রবাসী মন

বন্ধু ক্ষমা কোরো আমায়,
তোমার চিঠির সাড়া দিতে পারিনি সময়ে;
বিদায় বেলায় করেছি উপেক্ষা তোমায়,
এসেছিলো দূরে যাবার ডাক,
তবু মনে রেখো, চিঠি লিখো,
অনুরোধ এইটুকু থাক।

মনে আজ সংসয়, বড়ো দেরি হয়ে গেল কি আজ,
তুমি কি মেনে নেবে আমার এ অপরাধ,
কিভাবে বোঝাই তোমায়,
বিদায় বেলায় ছিল না সময়।
ছিল ব্যস্ততা , ছিল ছুটে চলার ছল।
আজ মনে বিস্তর ব্যবধান
তাই নেমেছে মনে স্মৃতি ঘেরা বন্যার ঢল ।

দূর দেশে, নির্জন পরবাসে ,
নেই কেউ, কোনো আপনজন,
একাকী আজ, সম্বল স্মৃতিটুকু।
হয়ত আছে আজ জীবনের সব উপাদান,
তবু পারছি কি ভুলতে তোমার কথা?
পারছি কি ভুলতে তোমার সাথে গাওয়া গান।

বন্ধু, দৃস্টি থেকে দূরে,
মানে কি মনের বাইরে যেতে হয়,
একাথা বোলোনা করতে বিশ্বাস;
আমরা আছি থাকবো হৃদয়ে,
রেখ এই ভরসা আশ্বাস।

তাই শুধু অনুরোধ রেখে যাই
উপেক্ষা কোরোনা বন্ধুত্বের চাওয়া পাওয়া,
উপেক্ষা কোরোনা আমার আহ্বান।
সারা দিও , বাড়িও তোমার হাথ,
জেনো আজো মনে মোনে গাই তোমার-ই গান।

আবার হবে তো দেখা
আবার হাথে হাথ দিয়ে
মনের সাথে প্রান মিশিয়ে
হবে তো আবার গল্পো লেখা?

এই প্রশ্ন নিয়ে ভাসিয়ে দিলাম এই চিঠি,
উড়ে যাক, ভেসে যাক চিঠিখানা
যেখানে আছো তুমি, খুঁজে নেবে তোমার ঠিকানা
নদীর স্রোতে, ক্ষেতের হাওয়ায়,
অভ্রবাসী মেঘের কোনায় কোনায়
রেখে গেলাম আমার এই শব্দজাল
জেনো, আমি তোমারি ছিলাম, আজো আছি, থাকবো চিরকাল।

Drops of freedom

----Upasana Bhattasali.

The verdant green grass,
Drops of dew----
Blush as I stride
A step or few.
Humming the melody
The rainbow held
Over the meadows,
With the fire bled
Moaning to be taken
To the eternal beauty we beheld,
We passed debauch
We crossed the zenith
We gripped the clutch-
We mingled with.
I lingered about the fresh
It blurred what I covet
It had taught me to welsh
I feel my heart singing to my predilect-----
The harmony you will skip
The freedom you will wish
That is where you end
That is where I have reckoned.

মুক্তির প্রতিক্ষা

কান পেতে শোনো
মুক্তির প্রতিক্ষায় যন্ত্রণায় কাতর এই পৃথিবী।
গায়ে আধুনিকতার রঙ মেখে
সভ্যতা আজ দাঁড়িয়েছে সং সেজে।
ভোগবাদ আর আত্মসর্বস্বতা--
স্বার্থপরতা আর লোলুপতা
এগুলো নিছক শব্দ নয়, নয় শুধু সংবাদপত্রে ছাপার জন্য
এরা প্রবল পরাক্রান্ত, এরা মানবিকতার শৃঙ্খল।
এরা একএকজন কারাগারের গারদ
আর হিংসা আর লালসা দুই প্রহরী।
নাগপাশে বদ্ধ সভ্যতা
মুক্ত বাতাস চায়, চায় অক্সিজেন।

ভয়ঙ্কর কাল লোমশ থাবায় বান্দী ময়ুখমালী,
বাতাসে বারুদের গন্ধ ,
অগণিত কৃমিকীটের ন্যায় কিলবিল করছে আবিলতা।
ঊষ্ণ অবিশ্বাস আর দম্ভের নিশ্বাস ছাড়ছে বন্দুকের নল।
সুন্দর গোলাপের পাপড়ি কাদায় পচে গেছে।
পাকেজিং এর আক্রমনে নারী, প্রেম, ভোট , মেধা।
সব নিতান্তই পণ্য মাত্র।
ধনতন্ত্রের রংচঙে ভাঁড় লাঠি হাথে সেজেছে আবিভাবক।
শাসন এবং শোষন দুই কারে সমান তালে।

প্রবল গ্রীষ্মের দবদাহে ঝলসে যাওয়া বাতাস
সুস্থ মানুষ চাতকের মত চেয়ে থাকে শান্তির প্রতিক্ষায়
স্বপ্ন দেখে নীলনবঘন গগনের
কঠোর মাটির বুকে নীল সমুদ্র আনতে চায় দুর্নিবার তারুণ্য
এর-ই মাঝে দেখো যদি ফুলের দোকানে
মালাগুলো যেন সুতোর কঙ্কালে ঝোলে
সাদা আর হলুদ মাংস লাগি্যে
শুকনো ফুলের মালায়
সভ্যতাও তেমনি আজ শুষ্ক আস্থিসার।

হতাশ মনে জন্ম নেয় জবাবহীন শত প্রশ্নের
শিশুর মত নিষ্পাপ , স্নিগ্ধ প্রভাত কি আর দেখতে পাবো?
কবে দেখবো সেই শিশির স্নাত , রৌদ্র গলানো সুবাসিত ভোর।
স্বপ্ন ভঙ্গের পর জ্বলে ওঠে চোখ
প্রভাতের বাতাসে থেকে যায় বাসি রাতের উচ্ছিষ্ট লুন্ঠিত কলঙ্ক।

চোখের সামনে ভেসে ওঠে
শিশুর অবসাদ্গ্রস্ত মুখের ভাস্কর্য
অভুক্ত মুখের যন্ত্রনা
কেঁদে কেঁদে শুকিয়ে যাওয়া চোখের কোন
ফুটপাথে, ড্রেনের ধারে;
ইঁট পাথরের ফাঁকে কাঠকুঠুরীর আগুন জ্বেলেছে তার মা
আর দিদি গেছে বাবুর বাড়ি, নিজেকে পণ্য করে
নগ্ন ভুখা বালক চলেছে কেঁদে।

একটা ছোটো গপ্প বলা যাক,
সত্যি কথার গপ্প,
একবারটি চলে যাই যে কোনো শহরের
অনামী বস্তিতে
উঁকি মেরে দেখি ইঁট বের করা
পাল্লা ঝুলে পড়া কোনো জানালায়;

বাতায়ানে নীল আকাশের দিকে একদৃষ্টে

কল্পকথা

চেয়ে আছে সাকিনার আম্মি
তার দেহ ভেঙে পড়েছে, আরও ভেঙে পড়েছে মন।
ক্ষনে ক্ষনে চমকে ওঠে আম্মি,
আর্তনাদ করে কানে আঙুল চাপা দেয়
তার কানে বাজে গম্বুজ ভাঙ্গার শব্দ
উন্মাদ জনতার আক্রোশ ভরা ধর্মান্ধ স্লোগান।

দুচোখ দিয়ে ঢাকতে চেষ্টা করে বিভিষীকাময় সেই দিন।
একমাত্রা বেটা ----- সাহিল,
তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে কুপিয়ে মেরেছে
ওপাড়া-র ভাঙ্গা বাড়িতে।
আর সাকিনা -- তার নিষ্পাপ ফুলের মত মেয়েটা,
কি দোষ ছিল তার? ... মেয়েহয়ে জন্মানো ?
তুলে নিয়ে গেছে তাকে,
হয়তো দেখা মিলবে কোনো ছোকরিগলিতে
বাবুর জন্য পশরা সাজিয়ে বসেছে আজ
বা হয়তো নেই।
আজও মনে পড়ে তার ডাক ... আম্মিগো বাঁচাও , আম্মি বাঁচাও

বাড়ির ভাঁড়ার ঘর রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল সেদিন সকালেই
অর্কপ্রভর রক্তে ---- সাকিনার পাতানো রাখী ভাই ছিল সে।
দাঙ্গা থেকে বাঁচতে আশ্রয় নিয়েছিল সে ফুফার কাছে,
তার খুনের প্রতিশোধের আগুনে জ্বলে গেল নাজানি আরো কতো প্রাণ।
সাকিনার আম্মি ছটফট করে ওঠে,
থরথর করে কেঁপে ওঠে সাকিনার আম্মি।
মুখোষ লাগিয়ে মানুষের জঙ্গলে হারিয়ে গেছে মনুষ্যত্ব।

আকাশের দিকে তাকিয়ে
নাতুন রাঙা সুর্য দেখবে বলে
আজো যুগযুগান্ত ধরে অপেক্ষা করছে আনেক সাকিনার আম্মি।
এত অন্ধকারেও চোখ বুজে দেখার চেষ্টা--
অনাগাত সেই আলোকিত দিনগুলিকে ।
যবে নিশ্চিহ্ন হবে সহস্র বর্ষের
সীসার মত জমাট বাঁধা কালো পাহাড়।
এতো আঁধারেও আমরা এক চোখ স্বপ্ন নিইয়ে
একমুঠো আলোর প্রত্যাশী।
প্রত্যাশী ঋষির মত স্নিগ্ধ , শান্ত দিনের।

সেই প্রত্যাশাই বাঁচিয়ে রেখেছে নাতুন সমাজের বীজ
যখন দেখি ঠাকুমার কাছে কোল ঘেঁষে
কাচিকাচাঁরা পড়ছে ঠাকুমা'র ঝুলি।
যখন দেখি প্রবীন প্রাক্তনী আর বর্তমান ছাত্রের দল
এক সাথে করছে পুনর্মিলন উতসব।
যখন দেখি শশ' নগ্নপদ মানুষ মুষ্ঠি
আকাশের দিকে তুলে চলেছে
বিপ্লবের আগুনের খোঁজে;
যখন দেখি " নগর সাম্রাজ্যের ধংসসুতপ'পরে
ওরা কাজ করে" চলেছে,
অন্তহীন কর্মমুখর জনতা।

তখন মনে হয় --
সভ্যতা, ঐক্য, মিলন , সংহতি, স্বাধীনতা, সাম্য
এসব শব্দ শুধু অভিধানে ছাপা অক্ষরমালা নয়,
ওদের দেহ সুর্যের আলো দিয়ে তৈরী।
উজ্জ্বল তারা নক্ষত্র-এর মত
আঁধারেও ... স্নিগ্ধা , পবিত্র চন্দ্রালোকের ন্যায়।
ওরা সবুজ ঘাষের দগায় জ্বলা মানিকের ছটা,
ভোর রাতে গাছে দেকে ওঠা দোয়েলের ভোরাই,
ওরা কাশবনে তিরতিরিয়ে বওয়া হাওয়া,
বা চঞ্চল চপল ঝর্ণা।
ওরাই আনবে নবদিগন্তে নবারুনের উন্মেষ।

সুগন্ধা

- অরুণাশিস সোম

তোমার মনের আর এক নাম সুগন্ধা,
কোমল ফুলের দৃপ্ত পাহাড় অযোধ্যা...

মনের মলাট দুমড়ে গেছে একটু আজ ,
খানিকটা রাগ, বাকিটুকু মনের সাজ..

চোখের জলে ভিজলো বলে তোমার গাল,
ঐ তো তোমার কঠোর মনের অন্তরাল ...

তোমার ঠোঁটের একটু হাসি শীতের রেষ,
ফুলের পরাগ , যাচ্ছে ছুটে অন্য দেশ...

তোমার মুখে হঠাত দেখি কিসের ভাঁজ,
চোখের আবেগ ,সাথে যেন একটু লাজ...

ফুলের থেকে সৃষ্ট হলো গন্ধরা,
দেখি আসল ,নয় তো হিসেব মনগড়া

মনের চোখে মুক্তি টুকু চাইলে যে...
এই আলোতেও মেঘ করেছে পিলসুজে...

তোমার মনের কপাট খানি খুললে যেই...
ইচ্ছে আশা, ভালবাসা, মিষ্টি সেই...

সুবাস সে তো বিস্তৃত, নয় আবদ্ধা..
তাই তো তোমার নাম রেখেছি সুগন্ধা....

Paroma-The Lady- Ranjan

মায়াজাল

- অরুণাশিস সোম

তোমার প্রাণে সয়ে গেছে ক্ষত,
বাঁধভাঙা শুকনো খড়ের মত,
স্পর্শসুখে বিলীনের অঙ্গীকারে
জীবনদীপের শীতল পাটি নত ...

তোমার মনের চিহ্ন যেথায় পড়ে,
আমার সত্ত্বায় কোনো এক গভীরে,
ব্যথিত মনে হৃদয়পুরের পাশে,
এক চিলতে আলেয়া অন্ধকারে...

তুমি তো ক্ষয়ে গেছ মনে,
একলা আকাশ দুই পৃথিবী পানে,
আজও রোজ কান পেতে থাকি,
কি জানি তোমার কোন্ মায়াবী টানে ..

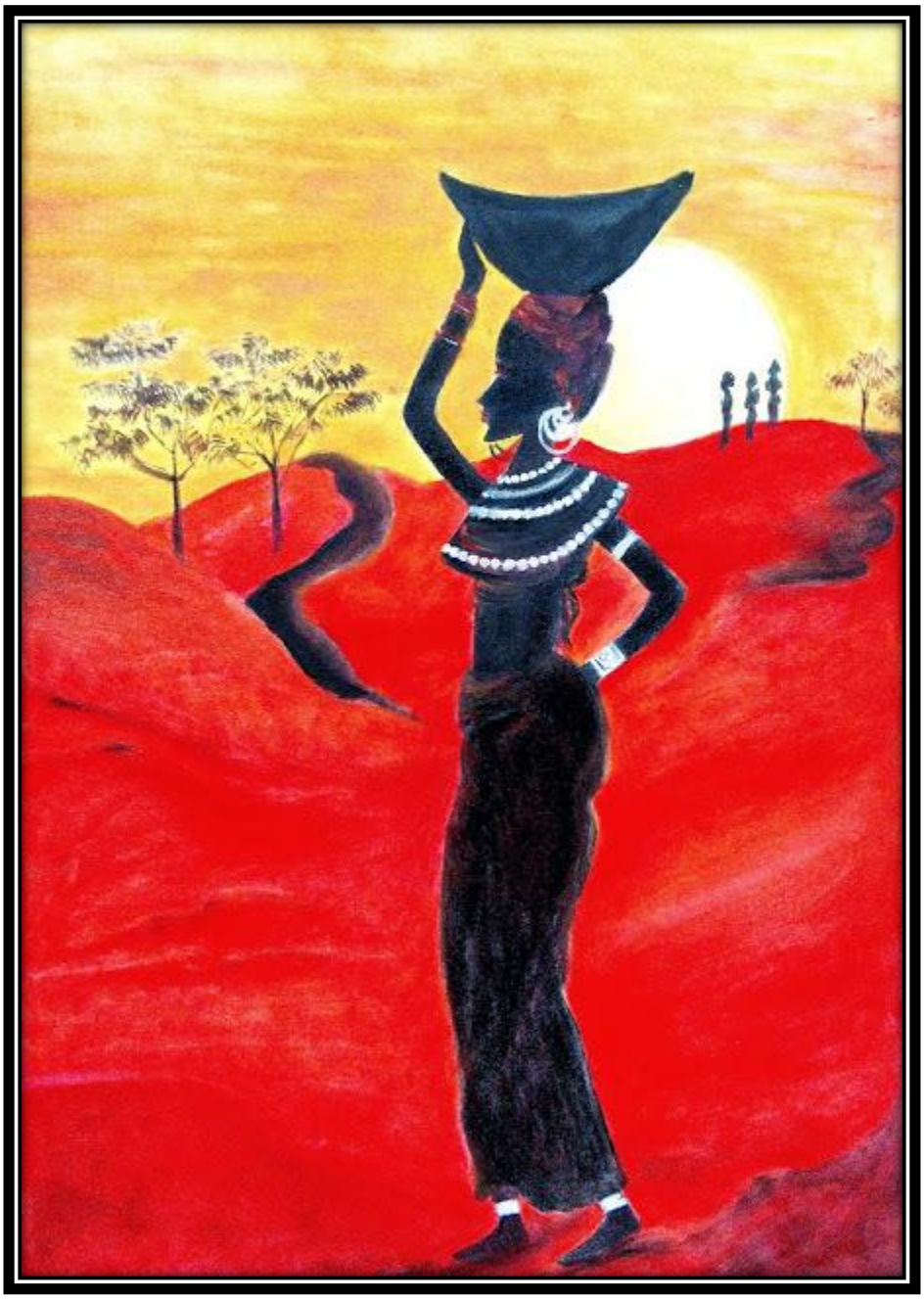

Artwork by Deboshree

ধর্ম

- অরুণাশিস সোম

জ্বলছে আগুন , পুড়ছে ঘর বাড়ি,
নিঃস্ব রিক্ত পথের প্রান্তরে,
ধর্মের নামে আজ উত্সর্গ নারী,
বুদ্ধিজীবি নেতা নেত্রীর শহরে ...

ছাই ভস্ম ছড়ানো রাস্তায় ,
তোমরা গোনো মৃতদেহের পাহাড় ,
সেই পাহাড়ের নিচে যারা দাঁড়ায় ,
তাদের মুখে দিয়েছ তুলে আহার ?

ধর্ম আসলে পর্দা, নিছক অলীক ,
উড়তে থাকে জনগণের মনে,
নতুন রঙের কল্পনায় শৈল্পিক,
বাধ্য করেছ ধর্ম অন্বেষণে...

খুঁজছি ধর্ম, আকাশ পাতাল বনে,
ঠিক যেরকম তোমরা চেয়েছিলে,
পাইনি কোথাও, এই আপনার মনে,
ধর্ম যে শুধু তোমরা বানিয়েছিলে....

রক্তপাতে নতুন সূর্য উঠুক ,
ধ্বংসস্তূপে, তোমাদের অবহেলায়,
প্রতিটি শিশু আজ থেকে এই শিখুক,
ধর্ম নিছক শব্দ 'চলন্তিকা'য় |

Artwork by Ranjan

আয়েশা
ছন্দক বসু

একটা সূর্য আলো ফেলে দিত রাস্তার ওই মোড়ে
মুখে সিগারেট জ্বলন্ত পেট
দাঁড়িয়ে স্বপ্ন ভোরে।

রোদেতে কাহিল হাতেতে ফাইল
ব্যস্ত কলেজ পথে
মাউথ অর্গান
বাজে কত গান
ক্লান্ত এ মনোরথে।

মিথ্যে মিথ্যে এক কাপ চা
তোমার অবহেলা
ক্লান্ত সময়
জিরিয়ে নিতে
একটু পথ চলা।

প্রতিদিন সেই এক চেনা মুখ
মুখে সেই চেনা হাসি
বইমেলাতেও বলতে পারিনি
তোমাকেই ভালোবাসি।

কায়েতের ছেলে
গাঁটছড়া বাঁধি
কায়েত মেয়ের সাথে
হৃদয়ের মিল, হোক গোঁজামিল
কিবা এসে যায় তাতে।

ওগো আয়েশা
নাও ভালোবাসা
কোরোনাকো উপহাস
বলেই গিয়েছি
শিবরাত্রি না রমজানে উপবাস।

(এটি আমার লেখা ও সুর দেওয়া একটি গান....আনুমানিক ১৯৯২ সালে)

প্রাক্তন

-----অরুণাশিস সোম

একলা বিকেল কফিশপে কাটে,

ঐ সুদূরে তোমায় দেখতে পাই,

নীল শাড়িতে আসছো তুমি হেঁটে,

আবছা স্মৃতি, রাস্তা ছুটে যাই...

বাতাস খোলা, উড়িয়ে রাখো চুল ,

মিষ্টি হাসি, কাজল রঙা চোখ,

সাক্ষী থাকে ভালবাসার ভুল ,

নিমেষফেরৎ গুমরে মরা শোক...

ঐ তো তোমার নরম দুটি হাত ,

সেটাই ছিল আমার জীবন চিঠি,

একটি চালেই করলে কিস্তিমাত ,

পাল্টে গেল সকল পরিস্থিতি...

আবছা মুখে , অনেকদিনের পাঁচিল,

ডিঙিয়ে তুমি স্বল্প ভিড়ের মাঝে,

পেছন পেছন প্রেমের দরে বাতিল,

আমিও চলি, ছাড়তে পারি না যে...

লাল ব্যাগটা আজও তোমার প্রিয়?

এই পার্স টা আমার দেওয়া নয়?

পুরনো সবই আপন করে নিও,

আমিই কেবল প্রাণের অবক্ষয় ...

এক গাড়িতে সাথেই আছি, আড়াল,

ঠিক যেরকম শপথ ছিল চেনা,

ফারাক শুধু মনের সমান্তরাল,

এই তো আমার সঙ্গে যাওয়ার দেনা |

তুই

------অরুণাশিস সোম

আজকে না হয় আবার 'তুই' হলি,

'তুমি'র সাথে অথান্তরে আঁকন,

অতিপন্ন , অত্র প্রেমেই বলি,

'তুমি'র ভিড়ে সৃষ্টি হয়েছে কাঁকন...

'তুই' এর সাথে বাল্যকালেই আলাপ,

সরল মনেই রোপন করা খুঁটি,

'তুমি' শুধুই গ্রহাবিষ্ট গোলাপ,

জটিল জীবন, কিস্তিমাতের ঘুঁটি...

বাষ্পমোচন, বদ্ধ মনের খিল,

'তুমি'র পথে কপিশ কাবিলনামা,

গড়পড়তা ভাসিয়ে রাখা ঝিল,

হারিয়ে যাওয়া কোন্ পুরাতন জামা...

চূর্ণ হোক 'তুমি'র কর্ক দেয়াল,

ক্ষীণালোকে 'তুমি'র গৃহ ফিকে,

যে যাই বলুক, ভিন্ন মনের খেয়াল,

আজ থেকে ফের 'তুই'-ই থাকুক টিকে |

Kids Section

Artwork by Ankita Sarkar

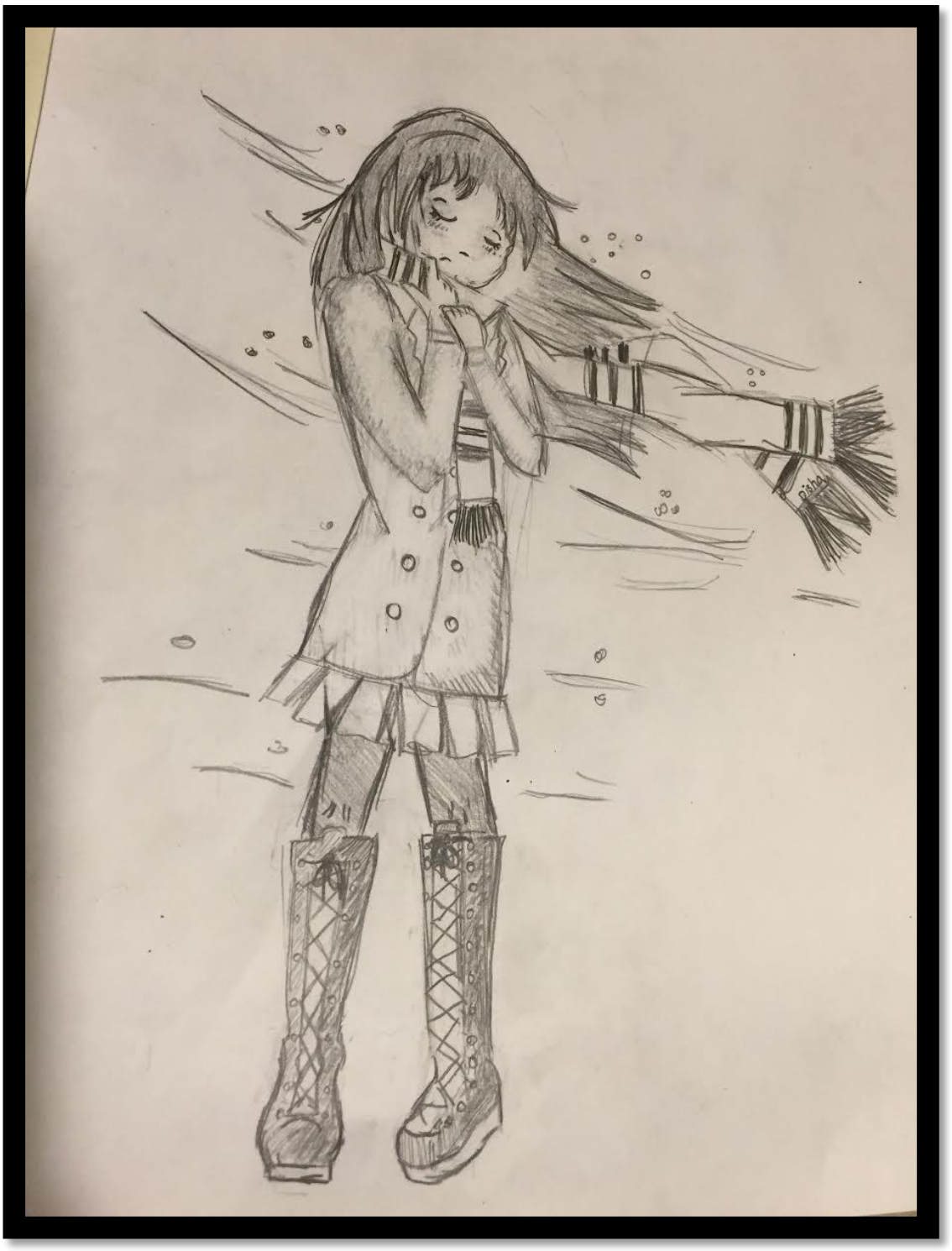

Artwork by Disha Ghosh

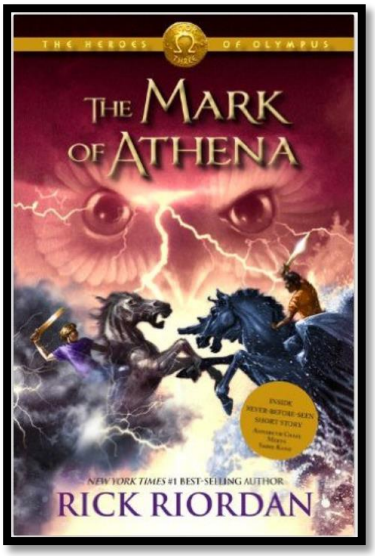

Book Review

By

Surela Basu

One of my favorite books would be Mark of Athena by Rick Riordan. In the past seven books you go with the character Percy Jackson through adventures. Through each book you fall more in love with Percy, Annabeth, and Grover with their adventures. The New York Times Bestseller Rick Riordan created a story set place in a mythological world, where there are demigods. Percy, for instance, is a demigod. His father is Poseidon with a mortal mother. Once you reach a certain age you must go to Camp Half-Blood to be safe from monsters and the villainous Kronos. Then in the second series "Heroes of Olympus" reveals a whole new world.

In "Heroes of Olympus" there is a rivaling camp called Camp Jupiter. This camp is for the Roman Gods and demigods. For example, instead of Poseidon, it is Neptune. Or Instead of Zeus, it would be Jupiter. These camps are unknown to

each other until Hera wipes Percy's memories and switches him to camp Jupiter to mend the relationship of Romans and Greeks so they can all defeat Gaea. Percy was switched to Camp Half-Blood while Jason Grace, a roman, was switched to Camp Half-Blood. After going through adventures in "Lost Hero" and "Son of Neptune", it was in "Mark of Athena" when worlds met.

As Rick Riordan does, Mark of Athena is a mixture of drama, suspense, and comedy. Piper, Jason, Leo, Frank, Hazel, Annabeth, and Percy all meet up in Mark of Athena to their path of stopping Gaea. When Annabeth and Percy finally meet up, their sweet reunion is cut off quickly when they learn they will follow the prophecy and defeat Gaea, if they can. We see different perspectives of the story. And while each character finds their own story, sadly for Percy and Annabeth, their story was to meet to a foul end. Tartarus is a straight trip to the worst place possible. If you thought failing that science test was bad, this is so much worse! Falling in here is like a one way trip to death. As I said in the beginning, everyone who reads these books will fall in love with each and every character. Percy and Annabeth slowly developed a romantic relationship. Then this was the choice Percy made that changed everything.

Annabeth was carrying the Mark of Athena in her independent trip when with her broken ankle she fell into Tartarus. Percy heroically caught her and the fans hearts' almost stopped. It wasn't over yet. It would be impossible to save both Percy and Annabeth. Hanging from the pits of death, Percy made the ultimate decision. Just being separated and then reunited, now he will lose her forever. So instead of saving himself, together with Annabeth they fall deep to the pit of death.

Fans had an outrage to hear this happen to their beloved heroes. But fear not, their adventure continues in "House of Hades". But now it's time to hear my thoughts.

I think Mark of Athena is a great book, in my top favorites. But I did feel that when the perspectives changed to Jason Grace, it was bit of boring. Jason was knocked out most of the time and he was just a very plain character. He had very little character development and his relationship with Piper felt forced. Also in the

last chapter, right after the Tartarus part, Leo spoke in a chapter to reassure worried fans that they will try to rescue them. I felt this chapter was very unnecessary and ruined the suspense of the last chapter just a bit. I would have loved to just close the book right after Percy and Annabeth's part. Those were the cons but there are so many pros.

The ending at the Tartarus part was done gracefully and beautifully. The writing really would do a number on you. All the other character developments were phenomenal. Especially Frank who was the character I thought would be useless and underused but was not at all.

That was my book review of "Mark of Athena". This was a great book and after you finish reading Percy Jackson and the other books, I would very much recommend you to read this book.

(Photo credit: www.amazon.com)

Artwork by Ankita Sarkar

Artwork by Aneesha Ghosh

My Summer Vacation 2016

Trinetra Dey

This summer was very exciting for me, because I went to Europe. My first destination was Barcelona. We arrived late at night on 12-June-2016. The next day we went to Sagrada Familia. Then we went to the National Museum of Catalunya. Later that evening we went to La Rambla and ate some yummy ice-cream. The next day we went to Park Guell and then to Picasso Museum. After that we went to Barcelona sea beach in Barcelona and ate 'Paella' (a famous dish in Barcelona) at a sea side restaurant. On our last day in Barcelona we went inside of 'Museu Nacional d'Art de Catalunya'. Then we went on a hike. After the nice little hike we went to a 'spanish village'.

The next day we flew to Zurich, Switzerland. After we landed we took Zurich city tour. We stayed in Lucerne. The next day we went to Mount Titlis. It was like heaven. I played with snow for 30 minutes. Later on, we went on a boat ride in Lake Lucerne, and went to Rigi Kulm. Next day, we went to Jungfraujoch, the top of Europe. It was like a white snow bed. We went to Genève the day after and visited an old town and had dinner there. The next day, our last day in Switzerland, we went to a chocolate factory. I loved it there. Then we even went to a Cheese factory.

The next morning, we flew to London and stayed there with our friends for a day. Then we flew to Kolkata, India and stayed with my grandparents for 2 months. This was a great trip which I loved and enjoyed it very much.

Artwork by Avik Samanta

Artwork by Ankita Sarkar

Artwork by Deeptanava Roy

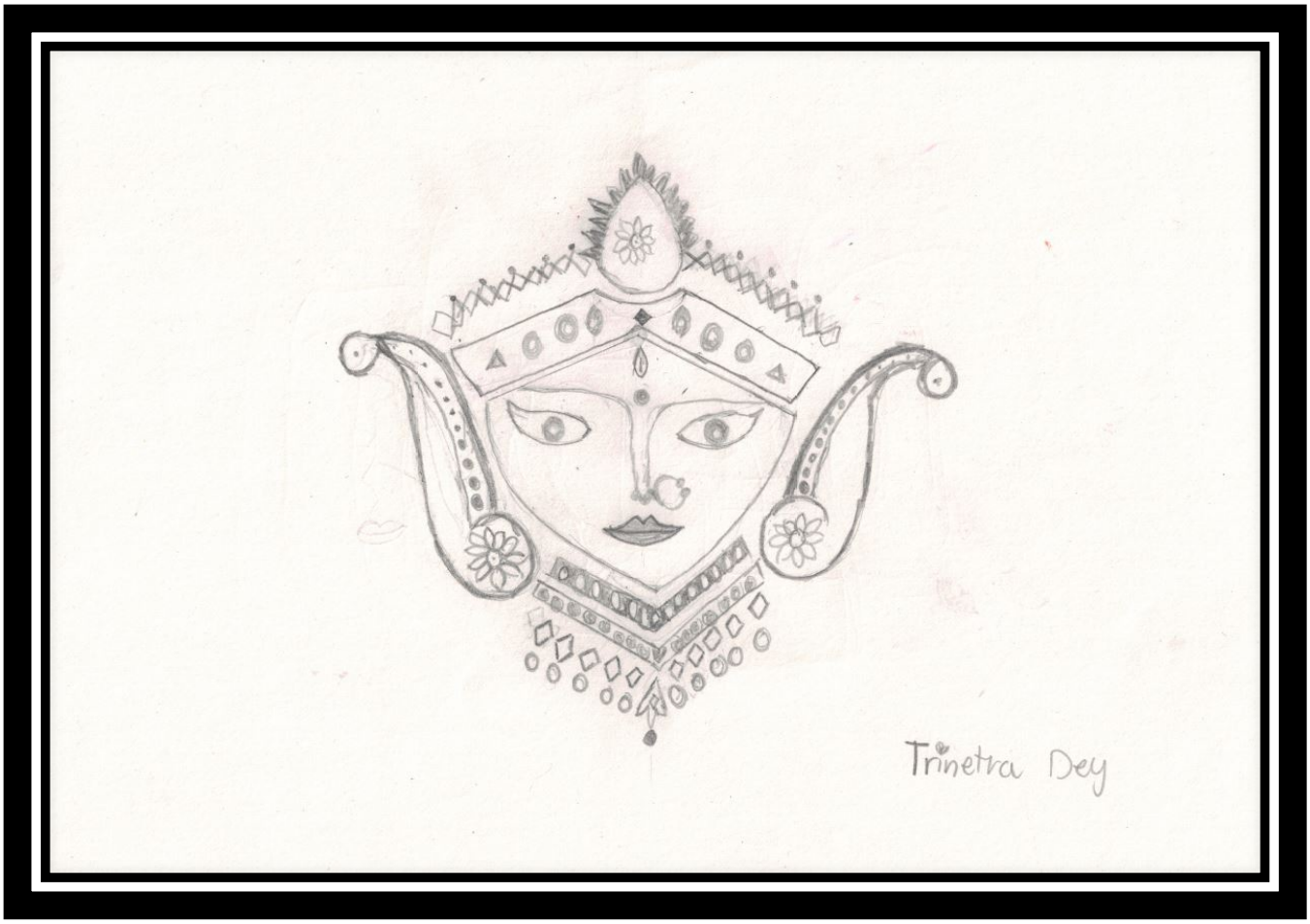

Artwork by Trinetra Dey

IMAGINATION AND WORDS

THANKS